দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 22 NOV 2008
পৃষ্ঠা — ৭ কলাম — ৫

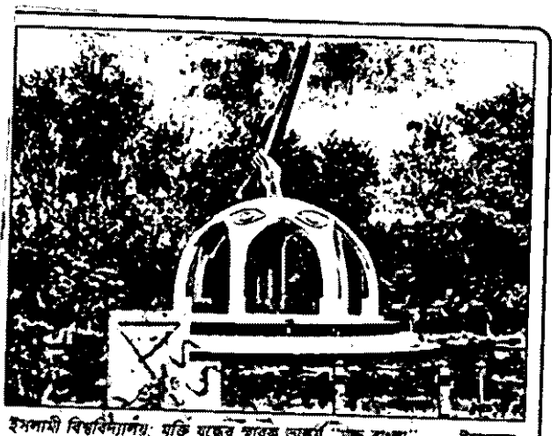

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়: মুক্তি যুদ্ধের স্মারক ভাস্কর্য "মুক্ত বাংলা" -ইত্তেফাক

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আজ

॥ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥

আজ ২২ নভেম্বর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের একমাত্র পাবলিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। আধুনিক ও ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের ২২ নভেম্বর এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন মূলত এটি ছিল ওআইসি কর্তৃক পরিচালিত মুসলিম বিশ্বে ৩টি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি। ১৯৮৫-৮৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাত্র দুইটি অনুষদের অধীন চারটি বিভাগে ৩০০ ছাত্র ভর্তির মাধ্যমে এবং আট জন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল, বর্তমানে তা পাঁচটি অনুষদ, ২০টি বিভাগ, একটি ইনস্টিটিউট, প্রায় ১০ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও দেড় হাজার শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে ব্যাপক পরিসর লাভ করেছে। তৈরি হয়েছে নতুন নতুন ভবন, আবাসিক হল, কোয়ার্টার, টিএসসিসি, জিমনেসিয়াম ইত্যাদি। সব মিলিয়ে দেশের প্রথম সারির একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। আজ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স ২৯ বছরে পূর্ণ হয়েছে। পা দিয়েছে ৩০ বছরে। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দিন ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। আজ সকাল ১০টায় প্রশাসন ভবন চত্বরে জাতীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পতাকা উত্তোলনের পর অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হকের নেতৃত্বে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও ছাত্র-ছাত্রী সমন্বয়ে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হবে। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি থাকবেন ভিসি অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হক। সভাপতিত্ব করবেন ট্রেজারার অধ্যাপক ড. এএসএম আনোয়ারুল করীম। বক্তৃতা করবেন শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মোঃ মাহবুবুর রহমান, রেজিস্ট্রার ড. মোঃ মসলেম উদ্দিন, মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোঃ শাহিনুর রহমান, প্রভোস্ট কাউন্সিলের সভাপতি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তোজাম্মেল হোসেন, সৈয়দ শাহনওয়াজ আহমাদ রুমী, মোঃ আব্দুর রশিদ, মোঃ আতিয়ার রহমান প্রমুখ।